॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়

গ্রন্থারম্ভ ঃ

শ্রীঅভিরাম পটল

॥ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকা বদাতৌ;
সংকীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায় তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ
বন্দে জগত-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

জয় জয় অভিরাম পরমানন্দ স্কন্ধ।
জয় জয় সর্ব্বাভীষ্টদাতা গৌরচন্দ্র ॥
জয় জয় গোপীনাথ ঠাকুর আমার।
আমি বিকাইলাম রাঙ্গা চরনে তোমার ॥
রাধা সহ গোপীনাথ প্রাণনাথ মোর।
১ পুরী গোসাঞে লাগি যার নামক্ষীর চোর ॥

---

১ পুরী গোসাঞি— পুরী গোসাঞি বলিতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে বুঝায়। তাহার সুদৃঢ় প্রেম বৈচিত্রের প্রগাঢ়তায় রেমুনায় অবস্থিত শ্রীগোপীনাথ দেব তাহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া "ক্ষীর চোরা গোপীনাথ" নামে প্রসিদ্ধ হন। এতদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বর্নিত রহিয়াছে। মৎ প্রনীত শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য গ্রন্থে জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত বিস্তারিত জীবন কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে।

শাস্ত্র দৃষ্টিনাহি মোর নাহি সাধু জ্ঞানে।
যে বলায় অভিরাম আপনার গুণে ॥
পাষণ্ড পামর অতি মুই অভাজন।
মুই মুর্খ কহি কিছু শুন দিয়া মন ॥
প্রাণসখা (২) শ্রীদাম আছিল পূর্ব্ব রঙ্গে।
ঠাকুর অভিরাম ইবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
আদ্য সখা অভিরাম সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
সেই (৩) পৌর্ণমাসী সেই (৪) বৃন্দে ঠাকুরাণী ॥
অসঙ্খ্য তাহার গুণ কে জানে মহিমা।
সদা সেবা করে কৃষ্ণে ব্রজেশ্বরী রামা।
শ্রীদামের পূর্ণ্যলীলা করিয়ে বর্ণন।
পশ্চাতে যূথের কথা করিব লিখন।

২ শ্রীদাম—শ্রীকৃষ্ণের সখা। পিতা বৃষভানু। মাতা—কীর্ত্তিদা। ভগ্নি—শ্রীরাধা ও অনঙ্গ মঞ্জরী। অঙ্গকান্তি—শ্রামলবরন। পরিধানে পীত বস্ত্র। বয়স—১৬ বর্ষ।

৩ পৌর্ণমাসী—পিতা—সুরত দেব। মাতা—চন্দ্রকালা। পতি—প্রবল। বর্ণ—তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। বস্ত্র—শুক্লবর্ণ। পুত্র—সান্দীপনি মুনি। নাতি—মধুমঙ্গল। নাতনি—নান্দীমুখী।

৪ বৃন্দা—পিতা—চন্দ্রভানু। মাতা—ফুল্লরা। পতি—মহীপাল। বর্ণ—তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। বস্ত্র—নীল বর্ণ।

প্রধান মাধুর্য্য পাত্র ঠাকুর শ্রীদাম।
সেই বৃন্দে দেবী সখি সখ্যা অভিরাম॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা হয় যাহার কৃপায়।
হেনপ্রভু অভিরাম জগতে খেলায়॥
ছলে রাধাকৃষ্ণে করে তাড়নভৎর্স'ন।
নিজ কুঞ্জে আনি দোঁহায়করায় মিলন।
তথাহি তন্ত্রে—
দিবা গোষ্ঠেচ গোপালঃ কামিনী রাসমণ্ডলে।
শ্রীগোবিন্দে স্ত্রী সম্ভোগে এদানি মালিনী স্তথা॥
দিবা সে বালক হয় রজনীতে দূতি।
সম্ভোগ করায় তেহো হয়ে বৃন্দা দূতি॥
শ্রীদামের নিজশক্তি বৃন্দা তার নাম।
সেই সে ঈশ্বর পুরী আদ্যাশক্তি ধাম॥
তথাহি- গোপাল তাপিনী-
আদ্যা প্রেমময়ী রাধা মুকুন্দা সাইঙ্গ সঙ্গতা।
সুশীলা সুমতি সাধ্বি বৃন্দাবন বিলাসিনী।
নিত্যরাধা পৌর্ণমাসী প্রেমের সাগর।
ইবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে তেহো গদাধর॥
তথাহি—নারদীয় তন্ত্রে—
আদ্যারাধা সম খ্যাতা জাত দাসগদাধর ইতি।
সখ্যের পাত্রকে ঐশ্চর্য্য বিলাস অর্জ্জুনে।
মাধুর্য্যের পাত্র শ্রীদাম ৫ মধুমঙ্গল।

পূর্ব্বে যারে কয়।
৬ অর্জুন বলি যে সখা পূর্ব্বে যারে কয়।
অজ্ঞা বনমালী নাম তাহার নিশ্চয়॥
তথাহি— গৌতমায় তন্ত্রে—
গৌতম নারদ সংবাদে—
শ্রীদামস্য স্থিতি॥ সেবাভেদ বলি॥
নিকুঞ্জ কদম্ব কানন নিধুবন।
দিবসে সামবন্ত নব রঙ্গি চূড়ায় সেত চামর সেবা॥ স্থিতি নিধুবন॥
কদম্ব কুন্দ কুঞ্জ রাস কেলি স্থান। প্রান সখা॥ নাগেশ্বর মালা॥
রাঙ্গাগাভি॥ পীতধড়া॥ সজতু শ্রীরাধিকাজিউ॥ ইষ্ট নিগম ভজন
প্রকৃতি স্বরূপা॥
এইত শ্রীদামের কথা কহিনু বিবরি।
পুরান অনুসারে কথা কহিনু নির্দ্ধারি॥
ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্য পাত্র ইহার ভিতরে।
মাধুর্য্যের পাত্র শ্রীদাম রসের সাগরে॥
সেই সখা হয় যদি ইহার আশ্রয়।
তার প্রাপ্তি হয়ে ব্রজপুরেতে কয়॥
শ্রীদামের বস্তু তত্ত্ব তাহা নাহি জানে।
মর্ম্ম না জানি যে মূর্খ অকথ্য বাখানে॥

---

৫ মধুমঙ্গল—পিতা—সান্দীপনি। মাতা—সুমুখী। বর্ণ—ঈষৎ শ্যাম। বস্ত্র—গৌরবর্ণ।

৬ অর্জুন—পিতা—সদক্ষিন। মাতা—ভদ্রা। বর্ণ—রক্ত পদ্ম বর্ণ। বস্ত্র—চন্দ্র কান্তিবৎ।

তথাহি— তন্ত্রে শিববাক্য—

শঙ্খেচ ভরথশৈ্চব শ্রীদাম নিগ্ঢোওমঃ

কৃষ্ণ সঙ্গে সদানন্দ শ্রীদাম অভিরাম বিগ্রহঃ ॥

ভরথ শ্রীঅভিরাম লক্ষ্মন নিতাই ॥

রাম কহে যারে সেই চৈতন্য গোসাঞি ।

নিত্যরাধা পৌর্ণমাসী ভগবতি নাম ।

সদাই সেবাতে রহে নাহিক বিরাম ॥

রামের তাৎপর্য্য জানে চৈতন্য গোসাঞি ।

আয় ভায়াঅভিরাম ডাকেন সদাই ॥

পুনরপি কহি বৃন্দাদেবীর কথন ।

নির্য্যাস নিগুড় কথা শুন সভা জন ॥

তথাহি—গোপাল চম্পুকে—

বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা চিত্র বস্ত্র সুশোভিতা ।

স্বর্ণ ভূষা পুষ্পমালা বিভূতি মোহিনী বরা ॥

তথাহি—নারদ পঞ্চরাত্রে—

বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

আদ্যাশক্তিময়া রাধা পৌর্ণমাসী প্রিয়ওমা ।

বৃন্দাবতি বলি মূখ্যারাস প্রেমবিলাসিনী ॥

গৌন মূখ্যইথে দুই করিনু বর্ণন ।

বৃন্দের যূথের কথা শুন শ্রোতাগন ॥

তথা নারদাস্য কারিকায়াং—

কৌশল্যা কামিনী কন্যা কুমুদী রাগমল্লিকা ।

শারকাদ্যা ষড়েতাশ্চ যূথপূর্ব্ব নিগদ্যতে ॥
ছয় সখি যূথ এই মোক্ষ সখা ছয়।
বিস্তারিয়ে তার কথা কহি সুনিশ্চয় ॥
সখা কভু সখি হয় সখি কভু সখা।
গোপালচম্পূকে তত্ত্ব বস্তু এই লেখা ॥
কৌশল্যা বলিয়ে সখি মুখ্য যেই হয়।
১ রামদাস ঠাকুর সেই জানি হ নিশ্চয় ॥
কামিনী বলিয়া মুখ্য সখি হয় আর।
২ বেদগর্ভ—আচার্য্য বলি জানিহ নির্দ্ধার ॥
কন্যা বলিয়া সখি পুন এক হয়।
পূর্ব্বে নাম ৩ কানুকৃষ্ণ ঠাকুর সেই হয় ॥

---

১ রামদাস ঠাকুর—অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের লেখক রামদাস ঠাকুর বলিয়া মনে হয়।

২ বেদগর্ভ আচার্য্য—অভিরাম ঠাকুরের প্রধান শিষ্য। অভিরামের বরে বিধবা ব্রাহ্মনীর গর্ভে তাঁহার আবির্ভাব। গর্ভে থাকিয়া বেদপাঠের কারনে বেদগর্ভ নাম। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীপাট কৈয়ড়ে শ্রীমদন গোপল সেবা স্থাপন করিয়া ঠাকুর অভিরাম বেদগর্ভকে তথায় অবস্থান করান।

৩। কানুকৃষ্ণ ঠাকুর—ব্রাহ্মন পুত্র কানুকৃষ্ণকে ঠাকুর অভিরাম পুত্র রূপে পালন করিয়া শ্রীপাট কৃষ্ণনগরের শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা অর্পন করেন। অধুনা সেবাইত গণ কানুকৃষ্ণের বংশধর।

কুমুদী বলিয়া সখি কহি এক আর।
১ বাঙাল সে কৃষ্ণদাস জানিহ নির্দ্ধার।
রাগবল্লিকা বলি যেই সখি হয়।
২ পেখ্যা কৃষ্ণদাস তারে কহি সুনিশ্চয়।
সারকান্তা সখি এক জানিহ কারন।
৩ বেদান্ত বলিয়া যারে বলে সর্ব্বজন।

১। বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস—বঙ্গদেশী হওয়ায় ইহার নাম বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস হুগলী জেলার খোঙালু গ্রামে ঠাকুর অভিরাম শ্রী গোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করিয়া কৃষ্ণদাসকে সেবায়স্থাপন করেন। একদা কৃষ্ণদাস লীলাচক্রে বিল্বমঙ্গলের বণিক বঁধু দর্শনের মাধ্যমে চক্ষু অন্ধত্ব করার নিয়মে নিজচক্ষু অন্ধত্ব করেন। তখন শ্রীগোপীনাথদেব সেবকের অন্ধত্বে নিজের সেবার কষ্টের কথা কৃষ্ণদাস সমীপে জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হন। সেকালে অভিরাম আর্বিভূত হইয়া বলিলেন যে যখন শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবাকার্য্য করিবে সেসময় সবকিছু দেখিতে পাইবে।

২। পেখ্যা কৃষ্ণদাস ও বেদান্ত—পেখ্যা কৃষ্ণদাস ও বেদান্ত সম্পর্কে অভিরাম লীলামৃতাদি গ্রন্থে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পাখিয়া গোপাল নাম পাওয়া যায়। হুগলী জেলার হেলা-গ্রামে তিনি গোপাল সেবাস্থাপন করেন। পাখিয়া গোপাল নাম করনের এক অলৌকিক লীলা বৈচিত্র্য অভিরাম লীলা-মৃত গ্রন্থে বর্নিত রহিয়াছে।

এই ছয় সখি মুখ্যা সখা ছয় হয়।
তারপর উপশাখা কহিব নিশ্চয় ॥
শ্রীরামদাসঠাকুর পদ্মমঞ্জরী।
পদ্মহাসকুঞ্জ ॥ চন্দন সেবা ॥
বেদগর্ভ আচার্য্য ঠাকুর, ললিত মঞ্জরী ॥
নবনীল কুঞ্জ ॥ মাল্য সেবা ॥
শ্রীকানু কৃষ্ণ দাস ঠাকুর কদম্ব মঞ্জরী।

কদম্ব কুঞ্জ ॥ চরন সেবা ॥ রাঙ্গানিয়া কৃষ্ণদাস ঠাকুর কুসুম-মঞ্জরী কুসুমাকর কুঞ্জ। বস্ত্র সেবা ॥ প্রেক্ষ্যা কৃষ্ণদাস ঠাকুর, ভৃঙ্গ মঞ্জরী। রঙ্গন কুঞ্জ ॥ জল সেবা ॥ শ্রীবেদান্ত দাস ঠাকুর শ্রীবিন্দু মঞ্জরী ॥ রসালের কুঞ্জ ॥ পঞ্চপুষ্প সেবা।

এই ছয় সখির হয় ছয় মঞ্জরী।
ছয় জনের ছয় কুঞ্জ কহিনু নির্দ্ধারি ॥
তার মধ্যে উপশাখা সে হয়।
সেই সব বিবরিয়া কহিব নিশ্চয় ॥

শ্রীকন্যা দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীমনোহর দাস, শ্রীকান্ত দাস, শ্রীসৌরব দাস, শ্রীপদ্মনাভ দাস, শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাস, শ্রীবলভদ্র আচার্য্য, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীসুদর্শণ দাস, শ্রীপদ্মগন্ধ দাস, শ্রীরঘুনন্দন দাস, শ্রীমোহন মালতী দাসী, শ্রীমাধব সেনদাস, শ্রীরামানন্দ দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য অর্দ্ধশাখা।

বিবরিয়া কহিলাম উপশাখার বিন্দ।
যাহা শুনি ভক্ত গনের হইব আনন্দ ॥

অৰ্দ্ধ শাখা হয়েন আচার্য্য শ্রীনিবাস।
১। তিন কড়া মারি যার পূর্ন কৈলআস ।।
শাখা উপশাখা হয় বিংশতি আড়াই।
ইহা বিনু প্রভুর মুখে আর শুনি নাই ।।
শাখা উপশাখার এই কহিল বিবরন।
ইবে কহি বৃন্দাদেবীর তত্ত্ব নিরূপন ॥
বৃন্দাদেবী। ১। রূপমঞ্জরী। ২। কেলিমঞ্জরী। ৩। প্রেমমঞ্জরী। ৪ ॥
এই চারি মঞ্জরী বৃন্দা দেবিতে বৈসয়।
বিবরিয়ে কহি তাহা শুন সুনিশ্চয় ॥
তথাহি—নারদষ্ঠ কাব্লিকায়াং—
আদ্যা প্রেমময়ী সত্যাসত্যি শক্তিরূপা সনাতনি।
লীলাপুষ্ট্যাবতি পূন্যা, পূন্য প্রেম বিথারিনী ॥
বৃন্দাদেবি প্রেমপাত্র রূপের লহরী।
বৃন্দাবন সবা করে রসের গাগুরি ।।
রাধাকৃষ্ণ দোহার করায় কাম নিরূপণ ॥
অতএব কেলিমঞ্জরী কহিলাম কাম্নন।
এই চারি মঞ্জরী বৃন্দা দেবিতে আশ্রয় ॥
এই চারি মঞ্জরী বিনে কৃষ্ণপ্রপ্তি নয় ॥

১—তিনকড়া কড়া বলিতে চাবুকের আঘাত। ঠাকুর অভিরাম শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া যোগ্য পাত্র উপলব্ধি করতঃ স্বীয় জয়মঙ্গল নামক চাবুকের তিনটি আঘাত করিয়া প্রেমশক্তি সঞ্চার করেন।

আদ্যা রাধা যোগমায়া পৌর্ণমাসী নাম ।
ভগবতি বৃন্দাদেবি অতি অনুপাম ॥
চতুর্ব্বিধা প্রকৃতি বৃন্দা ঠাকুরাণী ।
সেই জীব গদাধর কহিনু বাখানি ।।
বড়াই বলিয়া যারে কহিনু নির্দ্ধারি ।
শ্রীজীব গোসাঁই সেই বিলাস মঞ্জরী ॥
হেনপ্রভু অভিরামের কে জানে মহিমা ।
কোটি কল্পে ব্রহ্মা যার না পাইল সীমা ॥
সেই দাস গদাধর প্রেমের লহরী ।
সেই প্রান সখা শ্রীদাম কহিনু নির্দ্ধারি ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে যার চিত্ত ডুবি রয় ।
সেই সে রসের ইয়া দেশিজনে কয় ॥
ঐশ্চর্য মাধুর্য্য হয় ইহার ভিতর ।
রাধাকৃষ্ণের যত লীলা নহে বৃন্দাঅগোচর ॥
বৃন্দা অনুগত নৈলে ব্রজপ্রাপ্তি নয় ।
বৃন্দার আশ্রয় হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥
প্রাপ্ত বস্তু জানাইয়ে অনুপেক্ষা করে ।
পড়িয়া শুনিয়া মূর্খ যায় ছারখারে ॥
জয় জয় অভিরাম ঠাকুর আমার ।
জন্মে জন্মে পাই যেন চরন তোমার ॥
জয় জয় গোপীনাথ মোর প্রানধন ।
কৃপা করি প্রভু মোরে ভক্তি দেহ দান ॥

জয় জয় অভিরাম পূর্ণ কর আশ।
সেবা দিয়ে শ্রীচরনে কর নিজ দাস ॥
বৃন্দাদেবীর পাদপদ্ম করিয়ে স্মরন।
তবে সে মঙ্গল হবে বাঞ্ছিত পূরন ॥
সাধু আজ্ঞা শাস্ত্রযুক্ত করিয়া বিশ্বাস।
অভিরামের তত্ত্ব কিছু করিনু প্রকাশ ॥
বৃন্দা দেবীর পদরেনু দৃঢ় করি আশ।
অভিরাম পটল কহে নরোত্তম দাস।

—★—

পুতিঃ— ইতি অভিরাম পটল সম্পূর্ণ ।।

সন ১২৮০ সাল তাঃ ১৫ই চৈত্র রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। তিথি দশমী শুক্লপক্ষ। লিখিতং শ্রীগঙ্গাদাস গোস্বামী সাং নলধুলি, শ্যামসুন্দর পুর পাটক শ্রীরামব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী গোস্বামী সাং ব্রাহ্মন আইরি মদন মোহন পুরইতি।

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram